বিষয়ঃ- সমুদ্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বৃদ্ধির দাবি।

Inbox

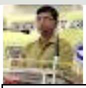

Milan Das <mdas1640@gmail.com>	11:06 AM
to fisheriesmic, Sunil, dsfisheries, Adfmarine, adfmarine.south24pgs, Pradip	

from:	**Milan Das** <mdas1640@gmail.com>
to:	fisheriesmic@gmail.com, Sunil Kumar Gupta <prsecy.fisheries@gmail.com>, dsfisheries@gmail.com, Adfmarine Diamond Harbour <adfmarinedh19@gmail.com>, adfmarine.south24pgs@gmail.com, Pradip Chatterjee <pradipdisha@gmail.com>
date:	Aug 19, 2025, 11:06 AM
subject:	বিষয়ঃ- সমুদ্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বৃদ্ধির দাবি।
mailed-by:	gmail.com

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ৪৩/২৫ তাং ১৯-০৮-২০২৫

প্রতি-

১। মাননীয় মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ইমেলঃ **fisheriesmic@gmail.com**

২। মাননীয়া এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ইমেলঃ **prsecy.fisheries@gmail.com**

৩। মাননীয় অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ইমেলঃ **dsfisheries@gmail.com**

৪। মাননীয় সহ-মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক), ডায়মন্ড হারবার।
ইমেলঃ adfmarinedh19@gmail.com
adfmarine.south24pgs@gmail.com

৫। মাননীয় সভাপতি, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মলস্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এনএফএসএফ)।
ইমেলঃ **pradipdisha@gmail.com**

বিষয়ঃ- সমুদ্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বৃদ্ধির দাবি।

মহাশয়/ মহাশয়া,

বিনীত নিবেদন এই যে, সমুদ্রের যত্রতত্র ধ্বংসাত্মক ট্রলিং এবং বৃহৎ মাছ ধরার ট্রলারগুলির দ্বারা নির্বিচারে মৎস্য সম্পদ লুটের ফলে সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী এলাকায় মাছের ভীষণ আকাল। একপ্রকার নেই বললেই চলে। সেকারণে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা নিত্য পেটের দায়ে সমুদ্রে দূর থেকে আরও দূর গভীরের যাচ্ছেন মাছ পাওয়ার আশায়।

মহাশয়, দেশের আইন অনুযায়ী সমুদ্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলসীমা ২২ কিমি। এর মধ্যে ১৫ কিমি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ছোটো নৌকার (৩০ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন পর্যন্ত) জন্য পশ্চিমবঙ্গ মেরিন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুসারে সংরক্ষিত। কিন্তু এই সংরক্ষিত এলাকায় যথেষ্ট মাছ না থাকায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নিত্য সমুদ্রে ১৫ কিমির সীমারেখা পেরিয়ে ক্রমশ গভীরের দিকে যেতে হচ্ছে, যা আইন অনুযায়ী বড় ট্রলারদের মাছ শিকারের এলাকা। উল্লেখ্য যে, এই সকল বড় ট্রলারগুলির, রাজ্য-জলসীমা ২২ কিমি পেরিয়ে আরও গভীরে কেন্দ্রীয় জলসীমা অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন-এ, মাছ শিকারের ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা সেখানে নিত্য মাছ শিকার

করেও। কিন্তু ছোটো নৌকাগুলি যখন সমুদ্রে তাদের জন্য সংরক্ষিত ১৫ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে আরও বাইরের দিকে মাছ শিকারে যায়, তখন তারা বড় ট্রলারগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে।

এমতাবস্থায়, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার স্বার্থে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের দাবি, সমুদ্রে ২২ কিমি পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য জলসীমাকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ফোরামের দাবি, সমুদ্রে ২২ কিমির পর এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন-এ ৫০ কিমি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম
মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫
ইমেলঃ mdas1640@gmail.com

One attachment • Scanned by Gmail

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

Dakshinbanga Matsyajibi Forum (D.M.F.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২ (এন.এফ.এস.এফ. অনুমোদিত)

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- **dmfwestbengal@gmail.com**

ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- রামরামপুর (হালদারপাড়া), ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫ ।

মেমো নং- ডি.এম.এফ./জি.এস. – ৪৩/২৫ তাং ১৯-০৮-২০২৫

প্রতি-

১। মাননীয় মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ইমেলঃ **fisheriesmic@gmail.com**

২। মাননীয়া এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ইমেলঃ **prsecy.fisheries@gmail.com**

৩। মাননীয় অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ইমেলঃ **dsfisheries@gmail.com**

৪। মাননীয় সহ-মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক), ডায়মন্ড হারবার।

ইমেলঃ adfmarinedh19@gmail.com

adfmarine.south24pgs@gmail.com

৫। মাননীয় সভাপতি, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মলস্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এনএফএসএফ)।

ইমেলঃ **pradipdisha@gmail.com**

বিষয়ঃ- সমুদ্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বৃদ্ধির দাবি।

মহাশয়/ মহাশয়া,

বিনীত নিবেদন এই যে, সমুদ্রের যত্রতত্র ধ্বংসাত্মক ট্রলিং এবং বৃহৎ মাছ ধরার ট্রলারগুলির দ্বারা নির্বিচারে মৎস্য সম্পদ লুটের ফলে সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী এলাকায় মাছের ভীষণ আকাল। একপ্রকার নেই বললেই চলে। সেকারণে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা নিত্য পেটের দায়ে সমুদ্রে দূর থেকে আরও দূর গভীরের যাচ্ছেন মাছ পাওয়ার আশায়।

মহাশয়, দেশের আইন অনুযায়ী সমুদ্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলসীমা ২২ কিমি। এর মধ্যে ১৫ কিমি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ছোটো নৌকার (৩০ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন পর্যন্ত) জন্য পশ্চিমবঙ্গ মেরিন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুসারে সংরক্ষিত। কিন্তু এই সংরক্ষিত এলাকায় যথেষ্ট মাছ না থাকায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নিত্য সমুদ্রে ১৫ কিমির সীমারেখা পেরিয়ে ক্রমশ গভীরের দিকে যেতে হচ্ছে, যা আইন অনুযায়ী বড় ট্রলারদের মাছ শিকারের এলাকা। উল্লেখ্য যে, এই সকল বড় ট্রলারগুলির, রাজ্য-জলসীমা ২২ কিমি পেরিয়ে আরও গভীরে কেন্দ্রীয় জলসীমা অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন-এ, মাছ শিকারের ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা সেখানে নিত্য মাছ শিকার করেও। কিন্তু ছোটো নৌকাগুলি যখন সমুদ্রে তাদের জন্য সংরক্ষিত ১৫ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে আরও বাইরের দিকে মাছ শিকারে যায়, তখন তারা বড় ট্রলারগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে।

এমতাবস্থায়, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার স্বার্থে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের দাবি, সমুদ্রে ২২ কিমি পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য জলসীমাকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ফোরামের দাবি, সমুদ্রে ২২ কিমির পর এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন-এ ৫০ কিমি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

মিলন দাস

সাধারণ সম্পাদক

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

মোবাইল নং ৯৮০০২৬৬২৬৫

ইমেলঃ **mdas1640@gmail.com**